জার্মান সহযোগিতা
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

বাস্তবায়নে:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

সহযোগিতায়:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইনোভেশনস ফর ক্লাইমেট-স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (ইনক্লুড)

প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবের ফলে দেশটি নিয়মিতভাবে ভারী বৃষ্টিপাত, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, দাবদাহ ও খরার মত নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার কারণে নদী প্লাবিত হয়ে সারা দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, অপরিকল্পিত বসতিবৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য সমস্যা যুক্ত হয়ে নাগরিক পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। স্থানীয় নগর প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে। নগর অবকাঠামো এবং এর পরিষেবাগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা এবং এর ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। কিন্তু, মৌলিক পরিষেবা ও চাহিদাভিত্তিক সাশ্রয়ী অবকাঠামোর অভাবে শহরগুলিকে আরও স্থিতিশীল এবং সহনশীল করতে তারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অধিকন্তু, ছোট ও মাঝারি আকারের শহরগুলোর নিজস্ব জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত তহবিলেরও ঘাটতি রয়েছে।

এই সমস্যাগুলো মোকাবেলায় 'ইনোভেশনস ফর ক্লাইমেট-স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (ইনক্লুড)' প্রকল্পের আওতায় ৪টি পৌরসভাসহ বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত 'স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি)' এবং 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)' এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জলবায়ু-সহনশীল এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক টেকসই নগর উন্নয়নে উদ্ভাবনী, ডিজিটাল এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প শহরগুলিকে আরও জলবায়ু-সহনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি, স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) যেমন: টেকসই নগর ও জনপদ, জলবায়ু কার্যক্রম, দারিদ্র্য বিলোপ, অসমতা হ্রাস এবং জেন্ডার সমতা অর্জনে অবদান রাখবে। 'ইনক্লুড' একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকল্প, যা ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে 'নো হার্ম পলিসি' বা 'কোনো ক্ষতি নয়' নীতির ভিত্তিতে জলবায়ু-সহনশীল নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রকল্পের নাম	ইনোভেশনস ফর ক্লাইমেট-স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (ইনক্লুড)
কমিশন প্রদানকারী	জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএমজেডে)
বরাদ্দ	৭ মিলিয়ন ইউরো
প্রকল্প এলাকা	বাংলাদেশ
সহযোগী মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (এলজিআরডিসি), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	১.দারিদ্র বিলোপ; ৫. জেন্ডার সমতা; ১০. বৈষম্য হ্রাস; ১১. টেকসই নগর ও জনপদ; ১৩. জলবায়ু কার্যক্রম।
প্রকল্প মেয়াদ	২০২৪-২০২৭

গাইবান্ধা পৌরসভা পার্ক। ছবি: © জিআইজেড বিডি/জেসমিন রেমলিংগার *(বাম)*

গাইবান্ধা পৌরসভায় ইনক্লুড প্রজেক্টের পরিকল্পনা কর্মশালা। © জিআইজেড বিডি/মেহেদী হাসান *(ডান)*

চারঘাট পৌরসভায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও তথ্য সেবা কেন্দ্র। ছবি: © জিআইজেড বিডি/মেহেদী হাসান

যোগাযোগ

এম মাহমুদুর রহমান
mahmudur.rahman@giz.de

কৌশল

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ইনক্লুড প্রকল্প একটি অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক 'আইডিয়া কম্পিটিশন' বা 'ধারনা প্রতিযোগিতা' আয়োজনে সহযোগিতা করবে যার মাধ্যমে পৌরসভাগুলি জলবায়ুর প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলার জন্য সমাধানগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।

ধারণা প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত উদ্ভাবনী সমাধানগুলি কার্যকর প্যাকেজে রূপান্তরিত করে চারটি পৌরসভায় বাস্তবায়ন করা হবে। এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রথমে আরও চারটি পৌরসভা এবং পর্যায়ক্রমে জাতীয় পর্যায়ে বিনিময় করা হবে।

এই কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত শিখন এবং অভিজ্ঞতাসমূহ সুপারিশ আকারে জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মাধ্যমে সফল শিখন কৌশলগুলি দেশের অন্যান্য পৌরসভায় সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। এই সমন্বিত শিখন পদ্ধতি নির্বাচিত পৌরসভাগুলির জলবায়ু সহনশীলতাকে বৃদ্ধি করবে এবং সারা দেশে জলবায়ু-সহনশীল নগর উন্নয়নের জন্য একটি নীতি-কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতেও সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য

ইনোভেশনস ফর ক্লাইমেট-স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (ইনক্লুড) প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয়ভাবে পরিচালিত উদ্ভাবনী সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আরও শক্তিশালী, টেকসই ও জলবায়ু সহনশীল নগর উন্নয়ন জোরদার করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল

১ স্থানীয়ভাবে পরিচালিত উদ্ভবনী সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলবায়ু-সহনশীল নগর উন্নয়ন আরও শক্তিশালী হয়েছে।

২ নির্দিষ্ট পৌর প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিচালন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তাদেরকে জলবায়ু সহনশীলতার চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় আরো সক্ষম করে তুলেছে।

৩ নির্দিষ্ট পৌর প্রশাসন উদ্ভাবনী পদক্ষেপগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে, যা পৌরসভার জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান রেখেছে।

৪ পৌরসভাগুলির মধ্যে শিখন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় বৃদ্ধি পেয়েছে, জলবায়ু-সহনশীল নগর উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং কার্যকর কৌশল ও শিখনসমূহ আরও বিস্তৃতভাবে সম্প্রসারণ এবং গ্রহণ নিশ্চিয়ত করেছে।

প্রকাশনায় — ডয়েচে গেজেলশ্যাফট ফুর ইন্টারনাতসিওনালে সুজামেনআরবাইট (জিআইজেড) জিএমবিএইচ

রেজিস্টার্ড অফিস বন এবং এসবর্ন, জার্মানী

ইনোভেশনস ফর ক্লাইমেট-স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (ইনক্লুড)
জিআইজেড বাংলাদেশ
পিও বক্স ৬০৯১, গুলশান ১
ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮০ ৫৫০৬ ৮৭৪৬-৫২
giz-bangladesh@giz.de
www.giz.de/bangladesh

সময়কাল — মার্চ ২০২৫

মুদ্রণ ও অলংকরণ — মেঘ আইটেক, ঢাকা

রচনা — জেসমিন রেমলিংগার, ফাতেমা বেগম লাবনী
মো: মেহেদী হাসান

অনুবাদ — মো: রফিকুল ইসলাম, ফাতেমা বেগম লাবনী, মো: মেহেদী হাসান

জিআইজেড এই প্রকাশনার বিষয়বস্তুর জন্য দায়বদ্ধ

পক্ষে — জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএমজেড)

সহযোগিতায় — স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (এলজিআরডিসি), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার